৭৮

"ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব"

নাম: মোঃ শাহিনুজ্জামান শাহিন

প্রতিষ্ঠান: জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাংনী, মেহেরপুর।

শ্রেণি : দশম

রোল : ০১

৭৮

"ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব"

ভূমিকা: "বাঁচতে হলে যেমন আছে মৌলিক চাহিদা"
তেমনি ক্যারিয়ারে সফল হতে প্রয়োজন সংস্কৃতির ব্যাপকতা"
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চের মাধ্যমেই আলোকিত মানুষ গড়া সম্ভব। আমাদের শেকড় সংস্কৃতি ছাড়া দেশের ইতিহাস পরিপূর্ণতা দাবি করতে পারে না। তাই অকৃত্রিম ও সকল ইতিহাসের মতো আবহমান গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতিকে জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক এর ক্যারিয়ারে জয় পেতে হলে অবশ্যই সংস্কৃত চর্চাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

জীবনবোধ থেকে ক্যারিয়ার ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা: আলম স্ট্রার্টিজ বলেছেন "সংস্কৃতি মানে একটি সমাজের মানুষের মধ্যে প্রচলিত অর্থ, বিশ্বাস, অনুশীলন, প্রতীক, মান এবং মূল্যবোধের একটি সমৃদ্ধ জটিল"। অন্যকথাই সংস্কৃতি হলো সেই জটিল সামগ্রিকতা যাতে অন্তর্গত আছে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, রাজনীতি এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের দ্বারা অর্জিত সামর্থ্য। শব্দটি এসেছে "মারাঠি" থেকে। জীবনোপায় বা ক্যারিয়ার বাংলা শব্দটি ইংরেজি 'Career' নামেই অধিক পরিচিত। জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্য গৃহীত এই কোন না কোন পথটিই ঐ ব্যক্তির জীবনোপায় বা Career (ক্যারিয়ার) বলে

সংস্কৃতির চর্চা: একটি দেশের ভবিষ্যৎ হলো সে দেশের তরুণ সমাজ। তাকে নষ্ট করার অপকৌশল হলো উৎসাহিত

করে বাস্তবে তা প্রয়োগ করা। সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে পারস্পারিক বিনিময় করার মাধ্যমে নতুন নতুন উপাদান সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। তরুণরা চঞ্চল, ওরা চায় সদা নতুনত্বের সাথেই চলতে। সংস্কৃতি মূলত একটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার, একটা জীবনবোধ বিনির্মানের কৌশল। এ সংস্কৃতির দর্পনে তাকালে কোনো সমাজের মানুষের জীবনাচরন স্পষ্ট দেখা যায়।

আধুনিক জীবন গঠনে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব: বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। এ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সংস্কৃতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের বেঁচে থাকা, তার সমাজচেতনা, বিশ্বাস, ভাবনা, মূল্যবোধ ইত্যাদিসহ তার সামগ্রিক জীবনচেতনা প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির মাধ্যে। এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি মানুষ অন্যদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। একটি আধুনিক ক্যারিয়ারসম্পন্ন জাতি গঠনে যা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতি শুধু বেঁচে থাকা নয়, বরং আধুনিক জীবন গঠনে সাহায্য করে।

মানুষের বাস্তবতা সবসময় সংস্কৃতিযুক্ত ক্যারিয়ার নির্ভর:

বাংলার নর আর নারী মিলি তবে
গড়িয়াছে ক্যারিয়ার
সেই সবই হলো বাংলায় আজ
সংস্কৃতিতে পরিনত

অতবছর আগে রক্ত দেওয়া যে বিপ্লব হয়েছিল সেটি সাংস্কৃতিকভাবে তুলে ধরা খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের জীবন এখন সংস্কৃতিনির্ভর হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির মাঝে আমাদের আত্মপরিচয় আছে, জীবনাচার আছে, আচার-ব্যবহার আছে। সংস্কৃতিতে রয়েছে সব কিছু। রয়েছে আমাদের ক্যারিয়ারও বাস্তবতা।

ইতিহাসও আধুনিকতায় সংস্কৃতি: ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা

আছে যে ঘটনায় শুধু সংস্কৃতি চর্চা করে মানুষ তার ক্যারিয়ারে সফল হয়েছে; এমনকি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে। "ঝড়ে জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে রবিনসন ক্রুসো সাঁতরে গিয়ে উঠেছিলেন এক নির্জন দ্বীপে। তার কাছে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভেতরে ছিল পুঁজিবাদী সংস্কৃতি। নির্জন দ্বীপে ২৩ বছর টিকে থেকেছেন, ফসলের চাষ করেছেন, ছাগলের খামার তৈরি করেছেন, তোতা পাখির সঙ্গে কথা বলেছেন, অপেক্ষা করেছেন। সংস্কৃতির চর্চা না থাকলে সে মারা যেত। আধুনিকতায় (এজন্য) সংস্কৃতি দরকার।

ক্যারিয়ারের সাথে সংস্কৃতি চর্চার সম্পর্ক: বর্তমান যুগে আমরা যদি ক্যারিয়ারে সফল হতে চাই সংস্কৃতি চর্চার তাহলে বিকল্প নাই। কারন সংস্কৃতির মাধ্যমে সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে ধীরে ধীরে আমরা সাফল্য অর্জন করি। আমাদের ক্যারিয়ারের সাথে সংস্কৃতি চর্চা এজন্যই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান দেশের শতকরা ৭০ জন লোকই ক্ষেতখামারে জীবিকা চালায়। তারা তাদের নিজ নিজ ক্যারিয়ার গঠনে সংস্কৃতি চর্চা করে এবং প্রয়োগ করে তারপর সাফল্য পায়। এদিক দিয়েই ক্যারিয়ারের সাথে সংস্কৃতি চর্চার সম্পর্ক।

পারিবারিক জীবন থেকে ক্যারিয়ারে সফল হওয়া পর্যন্ত সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব: সংস্কৃতি চর্চার প্রথম ধাপই হলো পরিবার। পরিবারের কাছ থেকেই মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে তার মাতৃভাষা ও নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারনা লাভ করেন। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতি চর্চা করলেই কেবল ক্যারিয়ারে সফল হওয়া যাবে। যার প্রভাব পরিবার থেকে ক্যারিয়ারে সফল হওয়া পর্যন্ত রয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট ক্যারিয়ারে সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা :

"স্মার্ট দেশের স্মার্ট নাগরিক
চাই ক্যারিয়ারে সফলতা
বাড়ছে গুরুত্ব বাড়ছে চাহিদা
তাই প্রয়োজন সংস্কৃতির চর্চা

আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশ। স্মার্ট দেশ হয়ে গড়ে উঠতে আমাদের প্রয়োজন মানবসম্পদ। মানবসম্পদ সম্পূর্ণ করাতে আবার প্রয়োজন প্রত্যেকের ক্যারিয়ারে সাফল্য। ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে সংস্কৃতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের অবশ্যই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মতো সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তবেই স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ক্যারিয়ারে সফল হতে পারব।

ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব : একটি দেশের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো সে দেশের আগামী প্রজন্ম। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সাংস্কৃতিক মূলধারায় আনা প্রয়োজন। মানবজীবনের প্রত্যেকটি ধাপে সংস্কৃত চর্চা করলেই কেবলমাত্র ক্যারিয়ারে সফল হতে পারব। তজন্য ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃত চর্চার গুরুত্বের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক।

প্রত্যেক মানবজীবনের ধাপে ক্যারিয়ারে সংস্কৃতির প্রভাব:

আমাদের মানবজীবনের প্রত্যেক ধাপে ধাপে সংস্কৃতির চর্চা রাখতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন কারিকুলামেএই

চর্চার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়ে এখন সংস্কৃতি চলে এসেছে। যার কারণেই আমরা যদি এর চর্চা করতে পারি তাহলেই কিন্তু ক্যারিয়ারে সফল হতে পারব।

বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্যারিয়ারকে সফল করতে সংস্কৃতির অবদান: উন্নত দেশ জাপান, সিঙ্গাপুর, সুইডেন প্রভৃতি দেশের মানুষদের মতে তারা সংস্কৃতি চর্চা করেছে বলেই আজ তারা সফল। আর যারা এর চর্চা করেনি তারা সাফল্য পাননি। প্রত্যেক উন্নত দেশের মানুষের ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার পেছনে রয়েছে সংস্কৃতি চর্চা। তেমনি আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে সংস্কৃতি চর্চা জরুরি। ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অনেক।

উপসংহার: প্রবাদে আছে, "Time and Tide wait for none" "সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।" আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে সময় যেমন যাচ্ছে, তেমনি ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চাও সময় ও স্রোতের মতোই চলে যাচ্ছে। সংস্কৃতিবিহীন ক্যারিয়ার এখন মাঝিবিহীন নৌকার মতো। তাই প্রদত্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

"ক্যারিয়ারে সফল হলে যেখানেই যাবেন
সংস্কৃতি চর্চার জন্য স্বীকৃতি পাবেন"